বাবাসাহেব ড. আম্বেদকরের জীবনের সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জী

১৮৯১, ১৪ এপ্রিল—মধ্যভারতে ইন্দোরের সন্নিকটে 'মোউ'-এর সেনা নিবাসে জন্ম। বাংলা পঞ্জিকামতে দিনটি সাধারণত ১লা বৈশাখে পড়ে। পিতা রামজী শকপাল সেনা নিবাসের স্কুলে প্রধান শিক্ষক ছিলেন। মাতার নাম ভীমাবাই। পিতামাতার চতুর্দশ ও শেষ সন্তান এবং জীবিত পঞ্চম সন্তান। শিশুর নামকরণ হয় ভীম।

১৮৯৩, ...পিতা চাকুরি থেকে অবসর নিয়ে ৫০ টাকা পেনসন পান এবং আদি বাসভূমি কোঙ্কনের দাপোলীতে চলে আসেন। এখানে শিশু ভীমের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু।

১৮৯৬, ...মাতা ভীমাবাই-এর মৃত্যু। পিতা সাতারা জেলার গোরেগাঁও-এ PWD বিভাগে চাকুরি নিয়ে সপরিবারে সাতারায় আসেন। বড় ভাই আনন্দরাও-এর সঙ্গে ভীম এখানে প্রথমে প্রাথমিক স্কুলে ও পরে সরকারি মিড্‌ল স্কুলে যোগ দেন। ভীম স্কুলের এক ব্রাহ্মণ শিক্ষকের খুব স্নেহভাজন ছিলেন। এই শিক্ষক ভীমের পদবি 'আম্বাবাদেকর' বদলিয়ে তাঁর নিজের পদবি 'আম্বেদকর' ছাত্রের নামের শেষে যোগ করে দেন। সাতারায় অবস্থান কালে রামজী দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। এই দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম জীজাবাই।

১৯০৪, ...রামজী বম্বেতে চাকুরি নিয়ে সপরিবারে বম্বের প্যারেলে বস্তি অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। ভীম বম্বের মারাঠা হাইস্কুল ও পরে এলফিনস্টোন হাইস্কুলে ভর্তি হন। এই সময় তাঁর গুণগ্রাহী মারাঠী শিক্ষক ও লেখক কৃষ্ণাজী অর্জুন কেলুসকর নিজের লেখা গৌতম বুদ্ধের জীবনী বইখানা তাঁকে উপহার দেন।

১৯০৭, ...বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশের জন্য মাহার সম্প্রদায় এক সভায় তাঁকে অভিনন্দন দেয়। এই সময় দাপোলীর ওয়ানন্দ ভিকু ধুত্রের কন্যা রামী বা রমাবাই এর সঙ্গে বিবাহ। (মতান্তরে বিবাহ হয়েছিল ১৯০৬ সালে)

১৯০৮, ৩ জানুয়ারি—বম্বের এলফিনস্টোন কলেজে আই. এ. ক্লাশে ভর্তি।

১৯১০, ...আই. এ. পাশ করে বরোদার মহারাজার সঙ্গে সাক্ষাৎকার। মহারাজার থেকে ২৫ টাকা মাসিক বৃত্তিলাভ করে বি. এ. ক্লাশে পড়াশুনা শুরু।

১৯১২, ...অর্থনীতি ও রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে বি. এ. পাশ। প্রথম পুত্র যশোবন্ত রাও-এর জন্ম।

১৯১৩, ২৩ জানুয়ারি হতে ২১ দিনের জন্য বরোদায় লেফটেন্যান্ট পদে চাকুরি।
২ ফেব্রুয়ারি—পিতা রামজী শকপালের ৬৫ বছর বয়সে দেহত্যাগ।

২০ জুলাই—বরোদার মহারাজা সয়াজীরাও গায়কোয়াড় প্রদত্ত বৃত্তি নিয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি। পাঠ্য বিষয়গুলি বিশেষ বিবেচনার সহিত মনোনীত।

১৯১৫, ২ জুন— প্রাচীন ভারতের ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ে থিসিস (সন্দর্ভ) লিখে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্. এ. ডিগ্রি লাভ।

১৯১৬,—নৃতত্ত্ব বিভাগের ছাত্রদের সেমিনারে 'ভারতের জাতিব্যবস্থা' শীর্ষক বড় প্রবন্ধ পাঠ।
জুন—'ভারতের জাতীয় আয় ব্যয়ের একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ' শীর্ষক গবেষণা সন্দর্ভ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশ এবং এর ভিত্তিতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ। কিছুটা বর্ধিত আকারে এই সন্দর্ভ লন্ডন থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।
জুলাই—আমেরিকার পড়াশুনা শেষ করে লন্ডন আসেন এবং লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্স এ্যান্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স-এ যোগ দেন অর্থনীতিতে উচ্চশিক্ষার জন্য। একই সঙ্গে গ্রেস-ইন-এ যোগ দেন ব্যারিস্টারি ডিগ্রি লাভের জন্য।

১৯১৭, আগস্ট—গায়কোয়াড় প্রদত্ত বৃত্তির মেয়াদ শেষ হওয়ায় বারোদার দেওয়ানের নির্দেশে লন্ডনের শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে ভারতে প্রত্যাবর্তন।
সেপ্টম্বর-নভেম্বর—বৃত্তির শর্তানুসারে বরোদার মহারাজার সামরিক সচিবপদে যোগদান। অফিসের দুর্ব্যবহার ও লাঞ্ছনায় এবং বরোদায় কোনও বাসস্থান না পেয়ে বাধ্য হয়ে চাকুরি ছেড়ে বম্বে প্রত্যাবর্তন।

১৯১৮, নভেম্বর—বম্বের সিডেনহ্যাম কলেজ অব কমার্স এ্যান্ড বিজিনেস-এ রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির অধ্যাপকের পদে যোগদান।

১৯২০, ৩১ জানুয়ারি— কোলাপুরের শাহু মহারাজার অর্থ সাহয্যে 'মূক নায়ক' নামে মারাঠী পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ।
মার্চ—লন্ডনের অসমাপ্ত পড়াশুনা ও গবেষণা সম্পুর্ণ করার জন্য সিডেনহ্যাম কলেজের অধ্যাপক-পদ ত্যাগ।

মে—নাগপুরে নির্যাতিত শ্রেণিসমূহের সর্বভারতীয় সম্মেলনে নির্যাতিতদের অধিকার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ।

সেপ্টেম্বর...অর্থনীতির ডিগ্রির জন্য লণ্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্স এ্যাণ্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স-এ এবং ব্যারিস্টারি ডিগ্রির জন্য গ্রেস-ইন-এ পুনরায় যোগদান।

১৯২১, জুন—'ব্রিটিশ ভারতে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে রাষ্ট্রীয় অর্থের বণ্টন ব্যবস্থা' শীর্ষক সন্দর্ভ লিখে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্. এস্. সি. ডিগ্রি লাভ।

১৯২২—'টাকার সমস্যা (The problem of the Rupee)' শীর্ষক বিখ্যাত গবেষণা সন্দর্ভ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশ।

১৯২২-২৩,—কিছুকাল জার্মানীর বন বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি ও ভারতবিদ্যা বিষয়ে পড়াশুনা।

১৯২৩, ৩এপ্রিল—ব্যারিস্টারি ডিগ্রি লাভ করে ভারতে প্রত্যাবর্তন। ৫ জুলাই থেকে বম্বে হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু। (এখানে অন্য ব্যারিস্টাররা তাঁর সঙ্গে এক টেবিলে চা-পান করত না)।

নভেম্বর—'টাকার সমস্যা' গবেষণা সন্দর্ভের জন্য লণ্ডন বিশ্বরিদ্যালয়ের ডি. এস্. সি. ডিগ্রি লাভ।

১৯২৪,—শোলাপুর জেলার বার্সিতে দলিতদের প্রাদেশিক সম্মেলনে দলিতদের সার্বিক উন্নতি বিষয়ে বিশদ আলোচনা।

জুলাই—সমাজসেবা ও দলিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য স্থাপিত 'বহিষ্কৃত হিতকারিনী সভা' নামে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচি অনুমোদিত হয় বিশেষ সম্মেলনে।

১৯২৫, জানুয়ারি—বহিষ্কৃত হিতকারিনী সভার মাধ্যমে শোলাপুরে একটি ছাত্রাবাস স্থাপন। নিপনীতে দলিত শ্রেণির একটি প্রাদেশিক সম্মেলনে নেতৃত্বদান।

এপ্রিল—নিপনী সম্মেলনের সুত্র ধরে বেলগাঁও-এ নির্যাতিত ছাত্রদের ছাত্রাবাস স্থাপন।

১৯২৬, —জেজুরীতে সভায় অস্পৃশ্য দলিতদের জন্য উঁচুজাতির লোকালয় থেকে দূরে আলাদা বাসভূমি স্থাপনের প্রস্তাব।

—মহারাষ্ট্রের তিন অ-ব্রাহ্মণ নেতা একটি পুস্তিকায় ব্রাহ্মণেরা দেশের সর্বনাশ করেছে এই অভিযোগ করলে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় তিন নেতার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদের অভিযোগে মামলা করেন। আম্বেদকর অ-

ব্রাহ্মণদের পক্ষে বিখ্যাত ব্রাহ্মণ উকিলকে এই মামলায় হারিয়ে দেন।

১৯ জুলাই—প্রিয় পুত্র রাজরত্নের মৃত্যু।

ডিসেম্বর—বম্বে আইনপরিষদে (Legislative Council-এ) পুনরায় সদস্য মনোনীত।

১৯২৭, মার্চ—বম্বে আইন পরিষদে শিক্ষার ব্যয় বরাদ্দের উপর বক্তব্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার ও দলিত শ্রেণির শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ।

১৮-২৩ মার্চ—কোলাবা জেলার মাহাদে অস্পৃশ্যদের প্রথম বড় সম্মেলন হয় আম্বেদকরের সভাপতিত্বে। সভার আলোচনার সূত্র ধরে ২০ মার্চ ১০ হাজার অনুগামী সহ মাহাদের সরকারি পুকুরে গমন ও জলপান।

৩ এপ্রিল—'বহিষ্কৃত ভারত' পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ।

জুন—বম্বের ঠাকুরদ্বার মন্দিরে গিয়ে অপমানিত হয়ে প্রত্যাবর্তন।

২৭ জুলাই—বম্বে বিশ্ববিদ্যালয় বিলের উপর আইন পরিষদে মূল্যবান বক্তব্য পেশ।

৪ আগস্ট—মাহাদ পুরসভা চৌদার পুকুরে অস্পৃশ্যদের জলপান পুনরায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। মার্চ মাসে অস্পৃশ্যদের ছোঁওয়ায় পুকুরের জল কুলষিত হয়েছিল। জলে গোবর ও দুধ ঢেলে ও পূজা পার্বণ করে এই জল পবিত্র করে নেওয়া হয়।

২১ আগস্ট—অমরাবতীর অম্বাদেবীর মন্দিরে দলিতদের প্রবেশের উদ্যোগে যোগদান। স্থানীয় বিরোধিতা ও পরামর্শে এই উদ্যোগ পরিত্যক্ত হয়।

সেপ্টেম্বর—মাহাদ সত্যাগ্রহ কমিটি গঠন করে সরকারি পুকুরে দলিতদের জলপান করার নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পুনরায় ২৫ ও ২৬ ডিসেম্বর মাহাদে সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত।

২৫ ডিসেম্বর—চৌদার পুকুর সত্যাগ্রহের দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ বিকেল ৪ টায়। সভায় বক্তব্যের পরে এদিন সন্ধ্যা ৭টায় সামাজিক অসমতার ধারক ও বাহক মনুস্মৃতি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। সম্মেলন দলিতদের জন্য মানবিক অধিকারের দাবি পাশ করে সমাজ সংস্কারের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

২৬ ডিসেম্বর—স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তাদের আশ্বাসদানে সত্যাগ্রহ সেই

সময়ের জন্য স্থগিত রাখা হয়। আদালতের বিচারে অস্পৃশ্যরা চৌদার পুকুরের জলপান করার অধিকার পায় ১৯২৯ সালে।

২৭ ডিসেম্বর—চামার সম্প্রদায়ের জমায়েতে ভাষণ ও তাদেরকে আত্মসম্মান নিয়ে বাঁচার আহ্বান। রাত ১০ টায় প্রায় ৩০০০ দলিত শ্রেণির মহিলাদের সম্মেলনে ভাষণ। ইহা ভারতের দলিত শ্রেণির মহিলাদের সমাজ সচেতনতার প্রথম প্রকাশ হিসাবে গণ্য হতে পারে।

১৯২৮, ২৯ মে—সাইমন কমিশনের কাছে বহিষ্কৃত হিতকারিনী সভার পক্ষে দলিতদের শিক্ষা, চাকুরি, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রভৃতি বিষয়ে দাবি পেশ।

১৪ জুন—বহিষ্কৃত হিতকারিনী সভা তুলে দিয়ে 'দলিত শ্রেণি শিক্ষা সমিতি'-এর প্রতিষ্ঠা এবং সমিতির সাধারণ সম্পাদকের পদ গ্রহণ।

২১ জুন—বম্বে সরকারি আইন কলেজের অধ্যাপক পদে যোগদান।

২৮ জুলাই—চাকুরিরতা নারীদের প্রসবকালীন ছুটির জন্য আইন পরিষদে জোরালো যুক্তি পেশ।

২৯ জুন—দেব দত্ত বিষ্ণু নায়েকের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে 'সমতা' মাসিক পত্রিকা প্রকাশ।

৩ আগস্ট—মাহার ওবাতান নামে ভূমিদাস প্রথা বিলোপ করে নির্যাতিত মাহারদের মুক্তির জন্য বম্বে আইন পরিষদে বিল উত্থাপন।

৫ আগস্ট—সাইমন কমিশনের বম্বে প্রেসিডেন্সি কমিটির সদস্য মনোনীত।

১৯২৯ —কম্যুনিস্ট দলের নেতৃত্বে বম্বের কাপড় কলের শ্রমিক ধর্মঘটে সমর্থন দানে বিরত থাকেন যেহেতু এই কম্যুনিস্টরা শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণি বৈষম্য দূর করেনি।

মার্চ—সরকারি আইন কলেজের অধ্যাপক পদে ইস্তফা।

অক্টোবর—পুণার পার্বতী মন্দিরে দলিত শ্রেণির প্রবেশের জন্য সত্যাগ্রহে সমর্থনদান। পার্বতী মন্দিরে সব শ্রেণির প্রবেশাধিকার স্বীকৃত হয়।

১৯৩০, ৩ মার্চ—নাসিকে কালারাম মন্দিরে অস্পৃশ্যদের প্রবেশের জন্য আম্বেদকরের নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ শুরু। দীর্ঘ ৫ বছর সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলে। ১৯৩৫ সালে সত্যাগ্রহ তুলে নিয়ে বলা হয় যে মন্দিরে প্রবেশের চেয়ে শিক্ষা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতালাভের আন্দোলন

অস্পৃশ্যদের জন্য বেশি জরুরি। মন্দির প্রবেশ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা নেই।

৮ আগস্ট—মে মাসে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টে ভারতের জাতীয় ও দলিত শ্রেণির স্বার্থ—উভয়ই উপেক্ষিত হয়। নাগপুরে ৮ই আগস্ট দলিত সম্মেলনে তিনি এই রিপোর্টের তীব্র সমালোচনা করে ভারতের ব্রিটিশ শাসনকে তীব্রতর ভাষায় আক্রমণ করেন।

অক্টোবর—'বহিষ্কৃত ভারত' পত্রিকার স্থানে 'জনতা' নামে পাক্ষিক পত্রিকা অদূর ভবিষ্যতে প্রকাশ করা হবে বলে ঘোষণা।

১৯৩০-৩২—লণ্ডনে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠকে দলিতশ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করেন। বৈঠকে সব বক্তাদের মধ্যে যুক্তিবাদী ও বলিষ্ঠ বক্তার স্বীকৃতিলাভ এবং এজন্য বরোদার মহারাজা কর্তৃক অভিনন্দিত।

১৯৩১, ১ ডিসেম্বর—দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকের মুলতুবি। এখানে আম্বেদকরের উত্থাপিত দাবিগুলি হল: (১) জনসংখ্যার অনুপাতে আসন সংরক্ষণ (২) পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা এবং (৩) হরিজনের পরিবর্তে 'অবর্ণ হিন্দু' বা প্রোটেস্টাণ্ট বা নন কনফর্মিস্ট হিন্দু নামের ব্যবহার।

২৭ ডিসেম্বর—লর্ড লোথিয়ান-এর নেতৃত্বে গঠিত ফ্রাঞ্চাইজ কমিটির সদস্য মনোনীত। কমিটির সুপারিশের সঙ্গে ঐক্যমত্য না হওয়ায় ১মে ১৯৩২ একটি note of dessent দেন।

১৯৩২, ১৭ আগস্ট—ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রস্তাবিত ভারত শাসন ব্যবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে আসন বণ্টন ও মুসলমান, শিখ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সঙ্গে দলিতদের জন্যও আলাদা ভোটের অধিকার ঘোষণা। দলিতদের জন্য আলাদা ভোটাধিকার দেওয়া হয় সাময়িকভাবে। এই ব্যবস্থা সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা নামে পরিচিত।

২০ সেপ্টেম্বর—দলিতদের আলাদা ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে গান্ধীর আমরণ অনশন ঘোষণা।

২৪ সেপ্টেম্বর—গান্ধীর জীবন রক্ষার্থে বিকেল ৫টায় পুনাতে দুপক্ষের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পুনা চুক্তিতে দলিতদের পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা তুলে দিয়ে যৌথ নির্বাচনের ভিত্তিতে তাদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বাড়ানো হয়।

৩০ সেপ্টেম্বর—বম্বের এক সভায় অস্পৃশ্যতা বিরোধী সংঘ গঠিত হয়। পরে গান্ধী এর নাম দেন হরিজন সেবক সংঘ।

১৯৩৩, ২৩ ও ২৪ অক্টোবর—গোল টেবিল বৈঠকের যৌথ কমিটির সদস্য হিসাবে স্যার উইনস্টন চার্চিলকে জেরা।

১৯৩৪, —বম্বের দাদারে 'রাজগৃহ' নামে বাড়ি তৈরি ও প্যারেল ছেড়ে দাদারে বসবাস শুরু।

১৯৩৫, ২৬ মে—স্ত্রী রমাবাই-এর দেহত্যাগ।

১ জুন—বম্বের সরকারি আইন কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত।

১৩ অক্টোবর—মহারাষ্ট্রের ইয়োলাতে দলিত প্রতিনিধি সভায় আগামী নতুন শাসন ব্যবস্থার আলোচনা এবং শোষণ ও বৈষম্যের প্রতীক হিন্দুধর্ম ত্যাগের ঘোষণা।

—নতুন ভারত শাসন আইনের জন্য সারা ভারতবর্ষের দলিত অস্পৃশ্য জাতিগুলির তালিকা বা তপশিল (Schedule) তৈরি করেন। এই তালিকাভুক্ত জাতিগুলি 'Scheduled Castes' বলে পরিচিতি পায়।

ডিসেম্বর—লাহোরের 'জাতপাত তোড়ক মণ্ডল' সম্মেলনে সভাপতিত্বের জন্য আমন্ত্রিত। এই সম্মেলন বিশেষ কারণে স্থগিত হয়ে যায়।

১৯৩৬, ১৫ মে—'জাতপাত তোড়ক মণ্ডল'-এর সম্মেলনের জন্য প্রস্তুত সভাপতির ভাষণটি 'জাতি ব্যবস্থার বিলোপ' (Annihilation of Caste) নামে প্রকাশিত হয়।

আগস্ট—স্বাধীন শ্রমিক দল (Independent Labour Party) গঠন এবং ভূমিহীন গরীব কৃষক ও শ্রমিকদের অভাব অভিযোগ দূরীকরণের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি প্রণয়ন।

১৯৩৭, ১৭ ফেব্রুয়ারি—ভারত সরকারের ১৯৩৫-এর আইন অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচনে আম্বেদকর বম্বের আইনসভায় বিপুল ভোটে নির্বাচিত। তাঁর স্বাধীন শ্রমিক দল নির্বাচনে বিশেষ সাফল্য লাভ করে।

২৩ আগস্ট—দেশের সাধারণ নাগরিকদের আর্থিক সংগতির সঙ্গে সমতা রেখে মন্ত্রীদের বেতনক্রম নির্ধারণের নীতি পেশ।

১৭ সেপ্টেম্বর—বম্বের আইন সভায় শোষণকারী খোতি ব্যবস্থা বিলোপের জন্য বক্তৃতা।

১৯৩৮, —বম্বের এসপ্ল্যানেড ময়দানে কৃষক ও শ্রমিকদের বিশাল জনসমাবেশে শ্রমিক দলের কর্মসূচি তুলে ধরে সম্পদ সৃষ্টিকারী সব মেহনতী মানুষকে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে একতাবদ্ধ ও সংগঠিত হওয়ার আহ্বান।

—কতিপয় সমাজবাদী নেতাসহ একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অন্যায় ভূমিবণ্টন ব্যবস্থা সংস্কারের আবেদন ও কৃষি শ্রমিকের জন্য ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ, বকেয়া খাজনা মকুব ও প্রান্তিক চাষিদের জন্য সেচকর হ্রাসের দাবি পেশ।

ফেব্রুয়ারি—বম্বে প্রদেশের মনমদে রেলওয়ের দলিত শ্রেণির কর্মীদের সমাবেশে সভাপতির ভাষণে পুঁজিবাদ ও ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সংগঠিত হওয়ার আহ্বান।

২৭ এপ্রিল—পুলিশ আইন সংশোধনী বিলের উপর আইনসভায় বক্তব্য রাখেন। তফসিলী জাতির শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত দানের প্রতিশ্রুতি।

মে—সরকারি আইন কলেজের অধ্যক্ষ পদে ইস্তফা।

আগস্ট—মধ্যপ্রদেশ মন্ত্রীসভায় অগ্নিভোজ নামে তফসিলী জাতির এক ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে প্রচাররত গান্ধীর তফসিলীজাতি-বিরোধী নীতির সমালোচনা করেন বম্বে শহরের সভায়।

১০ নভেম্বর—আম্বেদকরের নির্দেশে তার দলের বিধায়ক পি. জে. রোহম আইনসভায় জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব দেন।

১৯৩৯, জুলাই—বম্বের আর. এম. ভাট বিদ্যালয়ের সভায় বলেন যে নিম্নবর্ণের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকা উচিত নয়। তাঁর সমাজসেবা সমস্ত সম্প্রদায়ের জন্য।

২৬ অক্টোবর—বম্বের আইনসভায় যুদ্ধোদ্যোগে অংশগ্রহণ বিষয়ে আলোচনায় যোগ দিয়ে বিভিন্ন সরকারি বিভাগে চাকুরিতে তফসিলী সম্প্রদায়কে কিরূপ শোচনীয়ভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে তাহা বাস্তব পরিসংখ্যান দিয়ে তুলে ধরেন। এই সময়ই তিনি দলিত বঞ্চিত শ্রেণির মানুষদের প্রতি তাঁর দায়িত্বের কথা বিশেষভাবে ঘোষণা করেন। তিনি বলেন—যদি আমার ব্যক্তিগত স্বার্থ ও দেশের স্বার্থের মধ্যে সংঘাত আসে, আমি নির্দ্বিধায় ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে দেশের স্বার্থ রক্ষা করব। কিন্তু যদি দলিত বঞ্চিত জনতার স্বার্থের সঙ্গে দেশের স্বার্থের

সংঘাত আসে—আমি দেশের স্বার্থ ছেড়ে দলিত বঞ্চিতদের পাশে দাঁড়াব।

অক্টোবর—কংগ্রেসের যুদ্ধ উপসমিতির সভাপতি জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গে বম্বেতে তাঁর প্রথম আলোচনা। তিনি জানান তফসিলী জাতি রাজনীতিতে অবহেলিত অবস্থা মেনে নেবে না।

১৯৪০, মে—মাহার পঞ্চায়েত গঠন।

২৭ জুলাই—বম্বেতে সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ। প্রস্তাবিত ফেডারেশন গঠন ব্যাপারে সুভাষ বসুর মতামত জানতে পারলেও তফসিলী জাতি বিষয়ে বসু কিছু বলেননি।

১৯৪১, জানুয়ারি —সেনাবাহিনীতে তফসিলী জাতির নাগরিকদের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্ন তোলেন এবং ৪৯ বছর পরে মাহার বাহিনী গঠিত হয়।

জুলাই—ভারতের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদের সদস্য মনোনীত।

১৯৪২, এপ্রিল—সারা ভারতে একযোগে কাজ করার জন্য পি. এন. রাজভোজকে সাধারণ সম্পাদক ও এন. শিবরাজকে সভাপতি করে নাগপুরে সর্বভারতীয় তফসিলী ফেডারেশন গঠন।

২০ জুলাই—বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য নিযুক্ত এবং শ্রম বিভাগের (Labour Dept)-এর দায়িত্ব গ্রহণ। এই পদে কাজ করেন জুন ১৯৪৬ পর্যন্ত। চার বছরে তিনি দেশের শিল্পোদ্যোগে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা ও ভারতীয় শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য যে ব্যাপক বিধি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন—সেগুলি বর্তমানকাল পর্যন্ত আদর্শরূপে পরিগণিত হয়। এই সময় তাঁর উদ্যোগে ভারত সরকার তফসিলী ছাত্রদের বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা নেয়। (১৯৪৬ সালে কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করেই এই বৃত্তি বন্ধ করে দেয়)।

১৯৪৩, ১৮ জানুয়ারি—মহাদেও গোবিন্দ রাণাডের ১০১ তম জন্মবার্ষিকীতে ভাষণ। ভাষণটি 'রাণাডে-গান্ধী-জিন্নাহ' শিরোনামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

১৯৪৫, জুন—'কংগ্রেস ও গান্ধী অস্পৃশ্যদের জন্য কি করেছে' শিরোনামে বই প্রকাশ।

জুলাই—'পিপলস্ এডুকেশন সোসাইটি' স্থাপন।

১৯৪৬, এপ্রিল—বৃটিশ ক্যাবিনেট মিশনের কাছে বিভিন্ন প্রস্তাব পেশ।

মে—তাঁর সমর্থক ও বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে সংঘর্ষে তার ভারতভূষণ ছাপাখানা পুড়ে যায়।

জুন—বম্বে শহরে 'সিদ্ধার্থ কলেজ অব আর্টস্ এ্যাণ্ড সায়েন্স'-এর প্রতিষ্ঠা।

অক্টোবর —'শূদ্র কাহারা?' (Who were the Shudhras?) - বইটির প্রকাশ

নভেম্বর—যুক্ত বাংলার তফসিলী সদস্যদের দ্বারা বাংলা থেকে গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত।

১৫ ডিসেম্বর—গণপরিষদে প্রথম ভাষণ।

১৯৪৭, ২৭মার্চ—'রাষ্ট্র ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়' রচনাটি প্রকাশ। এই রচনায় ভারতীয় সংবিধান বিষয়ে তাঁর মৌলিক ধ্যান ধারণার পরিচয় মেলে।

২২ জুলাই—কংগ্রেসের ডঃ এম্. আর. জয়াকারের পদত্যাগের ফলে সৃষ্ট শূন্যস্থানে কংগ্রেস তাঁকে বম্বে থেকে গণপরিষদে পুনর্নির্বাচিত করে।

৩ আগস্ট—নেহেরু মন্ত্রীসভায় যোগদান ও আইন মন্ত্রকের দায়িত্ব গ্রহণ।

২৯ আগস্ট—খসড়া সংবিধান রচনার জন্য সাত সদস্যের কমিটি গঠিত হয় আম্বেদকরের সভাপতিত্বে।

১৯৪৮, ২১ ফেব্রুয়ারি—খসড়া সংবিধান প্রস্তুত করে গণপরিষদের অধ্যক্ষের কাছে পেশ।

১৫ এপ্রিল—মহারাষ্ট্রের সারস্বত ব্রাহ্মণ ডাঃ সারদা কবীরের সঙ্গে দ্বিতীয় বিবাহ দিল্লীতে।

৪ নভেম্বর—গণপরিষদে খসড়া সংবিধানের বিচার ও বিতর্ক শুরু ।

১৯৪৯, ২৬ নভেম্বর—৩৯৫ টি অনুচ্ছেদ ও ৮টি তালিকাযুক্ত স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রের সংবিধান গণপরিষদে গৃহীত।

১৯৫০, —দিল্লীতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের শোভাযাত্রায় যোগদান। শ্রীলঙ্কার ক্যাণ্ডিতে বৌদ্ধ উৎসব ও অনুষ্ঠানে উপস্থিতি।

—হায়দ্রাবাদ রাজ্যের তফসিলী জাতি দাতব্য প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে উচ্চ শিক্ষা দানের জন্য ঔরঙ্গাবাদ শহরে প্রথম কলেজ স্থাপন। ১৯৫১ সালে কলেজের স্থায়ী বাড়ির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন কালে তিনি দলিতদের জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ভালভাবে বুঝিয়ে বলেন। বিদ্যানুরাগী গ্রীক সম্রাট মিলিন্দার নামে এই কলেজের নাম দেন মিলিন্দ্ মহাবিদ্যালয়।

১৯৫১, ৫ ফেব্রুয়ারি—সরকারের তরফে সংসদে (Parliament) হিন্দু কোড্‌বিল পেশ। বহু কংগ্রেস সদস্যদের অসহযোগিতায় সংসদে বিলের আলোচনায় বিলম্ব।

সেপ্টেম্বর—প্রধানমন্ত্রী নেহেরু সংসদীয় দলের সভায় হিন্দু-কোড্ বিলের আলোচনা তাড়াতাড়ি শেষ করার অনুরোধ জানান।

১৭ সেপ্টেম্বর—বিলের একটি অংশের উপর আলোচনা শুরু হয়। বিতর্ক ও বিরোধ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। কংগ্রেস সদস্যদের বিরোধিতা বাড়তে থাকে। কিছুদিনের মধ্যে নেহেরু বিলটি তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

২৭ সেপ্টেম্বর—ক্লান্ত হতাশাগ্রস্থ আম্বেদকর নেহেরু মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন।

১১ অক্টোবর—নেহেরু মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ।

১৯৫২, ৫ জানুয়ারি—সাধারণ নির্বাচনে আম্বেদকর ও তাঁর দল All India Scheduled Castes Federartion-এর অধিকাংশ প্রার্থী অকৃতকার্য হন।

৯ মার্চ—বম্বে থেকে রাজ্যসভার একটি আসনে নির্বাচিত।

৫ জুন—নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ভারতীয় সংবিধান রচনার কৃতিত্বের জন্য সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে তাকে 'ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাগরিক, বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক ও মানবিক মূল্যবোধের উদ্‌গাতা'—আখ্যায় ভূষিত করে।

১৯৫৩, ১২ জানুয়ারি—ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সাম্মানিক ডক্‌রেট ডিগ্রি প্রদান।

মে—বম্বে শহরে সিদ্ধার্থ কলেজ অব কমার্স এ্যাণ্ড ইকোনমিক্স-এর উদ্বোধন।

১৯৫৪, মে—বুদ্ধজয়ন্তী উপলক্ষ্যে রেঙ্গুন গমন।

৩ অক্টোবর—'আমার জীবন দর্শন' বিষয়ে বেতার-বক্তৃতা।

ডিসেম্বর—রেঙ্গুনে তৃতীয় বিশ্ব বৌদ্ধ সম্মেলনে যোগদান।

১৯৫৫, মে—ভারতীয় বৌদ্ধমহাসভা (The Buddist Society of India)-এর প্রতিষ্ঠা। 'প্রবুদ্ধভারত' পত্রিকা প্রকাশ।

১৯৫৬, ফেব্রুয়ারি—বুদ্ধ ও তার ধম্ম, প্রাচীন ভারতে শূদ্র ও প্রতি বিপ্লব, বুদ্ধ না মার্ক্স-গ্রন্থগুলির রচনা শেষ হয়।

মে—'আমি কেন বৌদ্ধ ধর্ম পছন্দ করি' বিষয়ে বি.বি.সি.-তে এবং ভারতে গণতন্ত্রের সম্ভাবনা' বিষয়ে ভয়েস অব আমেরিকাতে বক্তৃতা।

২৪ মে—বম্বের নারে পার্কের বৌদ্ধজয়ন্তী অনুষ্ঠানে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করবেন—এই ঘোষণা।

২৩ সেপ্টেম্বর—প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান হয়—আম্বেদকর নাগপুরে আগামী ১৪ অক্টোবর বেলা ৯টা থেকে ১১টার মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা নেবেন।

১৪ অক্টোবর—সকালে ঘোষিত সময়ে স্ত্রী সহ মহাস্থবির চন্দ্রমনির কাছে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ। এদিন ৩ লাখ, পরের দিন ১ লাখ নাগপুরে ও দুদিন পরে নাগপুরের সন্নিকটে চান্দায় আরো ১ লাখ মানুষ আম্বেদকরের অনুগামী হয়ে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেয়।

১৫ নভেম্বর—কাঠমাণ্ডুতে বিশ্ব বৌদ্ধ সম্মেলনে যোগদান।

২০ নভেম্বর —এই সম্মেলনে 'বদ্ধ না কার্ল মার্কস্' শীর্ষক বক্তৃতা।

৩০ নভেম্বর—দিল্লীস্থ বাসভবনে তফসিলী জাতি ফেডারেশনের সভায় সভাপতিত্ব। এই সভায় সব মেহনতী মানুষকে নিয়ে ও সব মানুষের সাম্যের ভিত্তিতে 'রিপাব্লিকান দল' গঠন।

৬ ডিসেম্বর—২৬ আলিপুর রোড, নিউ দিল্লীর বাসভবনে রাত্রিতে বিছানায় শায়িত অবস্থায় পরিনির্বাণ লাভ।

৭ ডিসেম্বর—বম্বের দাদার চৌপট্টিতে বিপুল জনসমাবেশের মধ্যে মরদেহের শেষকৃত্য সম্পন্ন। এই সমাধিস্থান চৈত্যভূমি নামে পরিচিত। এদিন শশ্মানভূমিতে লক্ষাধিক লোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে।

কৃতজ্ঞতা ঃ আমাদের আম্বেদকর ঃ দীনেশ চন্দ্র বিশ্বাস